দৈনিক ইত্তেফাক

50

তারিখ ... ... MAR 07 2000
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৩ ...

এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রসঙ্গে

গত ২-৩-২০০০ তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এসএসসি পরীক্ষা। ইহা যেন পরীক্ষা নয়-কে কতটা নকল করিতে পারে, তাহারই প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা। আর পত্র-পত্রিকায় এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নকলের খবর পড়িয়া সে কথাই মনে হইল। আমার মনে হয়, নকল প্রতিকারের জন্য আমাদের মন মানসিকতার পরিবর্তনই যথেষ্ট। পরীক্ষার হলে নকল ধরিলে ছাত্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয়, লাঞ্ছনার ভয় বা অন্য কোন ভয় যাহার আছে, তাহার শিক্ষকতা পেশা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। শিক্ষকের কাজ তো শুধু পড়ানো নয়-সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়নও তাঁহার কাজ। শিক্ষক যদি তাঁহার ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারেন, তবে উহা তাঁহারই ব্যর্থতা। তবে এসএসসি পরীক্ষা যেহেতু কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, সেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে একটু কষ্টকর হইবেই। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কখনো নকল করে না। কিন্তু বখাটে ও মাস্তান ধরনের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অল্প হইলেও তাহারাই কেন্দ্রের অবস্থা পাল্টাইয়া দেয়। আর তাই নকল প্রতিরোধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হইলে সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়ঃ

১) পরীক্ষার হলে পূর্ণ তিন ঘন্টাই ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি। ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগী হিসাবে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ছাত্রকে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

২) নেতা-কর্মী যে দলেরই হন, পরীক্ষার ব্যাপারে যাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ তাহারা না করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা।

৩) পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ/আর্মি/বিডিআর নিয়োগ করা।

৪) নকল ধরিবার জন্য শিক্ষকদের পুরস্কৃত করা। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহাদের পুলিশী নিরাপত্তা দেওয়া।

৫) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাহাতে বহিষ্কারকৃত পরীক্ষার্থী তাহা বুঝিতে না পারে।

৬) প্রচার মাধ্যমগুলি যেমনঃ বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে নকলের কুফল সম্পর্কে সারা বৎসর প্রচারণা চালানো।

৭) সর্বোপরি যে কেন্দ্রে অধিক নকল হয়, সে কেন্দ্র বাতিল করিবার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ,
সহকারী শিক্ষক,
সাভার, ঢাকা।